◆ **নৃতাত্ত্বিক জাতি ধারণার অপপ্রয়োগ :** মানুষ অনেক সময় জাত্যাভিমান ও আত্মগৌরব প্রতিষ্ঠা করার উদ্দে
'নৃতাত্ত্বিক জাতি'-র ধারণাকে ব্যবহার করেছে, যেমন—

(a) জার্মান দার্শনিক আর্থার সোপেনহাওয়ার (Arthur Schopenhaur) ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে "শ্রেষ্ঠ জাতি"-র (Ma
Race) ধারণা দেন, বিংশ শতাব্দীতে নাৎসিরা জার্মানিতে সেই ধারণার ভুল ব্যাখ্যা দেয় ও বলে যে জার্মানরা হল "আ
(Aryan)। তারা শ্রেষ্ঠ জাতি এবং ইহুদিরা (Jew) নীচু জাতি। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 1941–1945 সময় প
জার্মানিতে প্রায় 60 লক্ষ ইহুদিকে হত্যা করা হয়।

(b) ভারতে ইংরেজদের উপনিবেশ স্থাপিত হলে "সাদা চামড়া" (White—অর্থাৎ ইংরেজ) এবং "কালো চাম
নেটিভ"-দের (Native—অর্থাৎ ভারতীয়) মধ্যে নৃতাত্ত্বিক জাতিভিত্তিক (racial) বিভাজন শুরু হয়।

(c) দক্ষিণ আফ্রিকা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, জিম্বাবোয়ে (পূর্বতন রোডেশিয়া) প্রভৃতি দেশে একসময়ে জাতিগত সমস্যা ছি

◆ **নৃতাত্ত্বিক জাতিগত সংমিশ্রণের প্রভাব :** বহু হাজার বছর ধরে মানুষ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বিভিন্ন প্রয়োজ
প্রচরণ (migration) করেছে। সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে বিয়ে হয়েছে বা অন্য নানা কারণে সন্তানের জন্ম হয়ে
মানুষের মধ্যে সংমিশ্রণ (admixture) হয়েছে। ফলে মানুষের আদি নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য কিছু কিছু বদলে গিয়েছে। তবে দৈহি
গঠনের ভিত্তিতে মানুষের নৃতাত্ত্বিক বিন্যাস এখনও সম্ভব।

◆ **ভারতীয়দের নৃতাত্ত্বিক জাতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও বণ্টন :** স্যার হার্বার্ট রিসলে (Sir Herbert Risley) তাঁ
Peoples of India (1901), বি. এস. গুহ (Dr. B. S. Guha) তাঁর Racial Elements in the Indian Population (194
গ্রন্থে এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানীরা ভারতীয়দের নৃতাত্ত্বিক জাতিভিত্তিক বিন্যাস পর্যালোচনা করেছেন।

4.8.1.1. রিসলে-এর মত অনুসারে ভারতীয়দের নৃতাত্ত্বিক জাতিগত শ্রেণিবিভাগ (Racial classificatio of the Indian people as per Risley) :

রিসলে (1901) নৃতাত্ত্বিক জাতির (race) ভিত্তিতে ভারতের জনসংখ্যাকে সাত ভাগে ভাগ করেছেন। যেমন—

(1) ইন্দো-আর্য বা ইন্দো-এরিয়ান্‌স (Indo-Aryans) : রাজপুত, ক্ষত্রি (Khattri) এবং জাঠ (Jat) সম্প্রদায়ের মানুষ আলোচ্য শ্রেণির অন্তর্গত। এদের পূর্বপুরুষ মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে এসেছিল। পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান ও কাশ্মীরে ইন্দো-এরিয়ান গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। ফর্সা, লম্বা-চওড়া, বলশালী দৈহিক গঠন এই জাতির (race) বৈশিষ্ট্য।

রিস্‌লে-এর মতে ভারতীয়দের সাতটি নৃতাত্ত্বিক জাতি

1. ইন্দো-আর্য বা ইন্দো-এরিয়ান্‌স
2. দ্রাবিড়ীয় বা দ্রাবিড়িয়ান্‌স
3. আর্য-দ্রাবিড়ীয় বা এরিয়-দ্রাবিড়িয়ান্‌স
4. মঙ্গোলীয় বা মঙ্গোলয়েড্‌স
5. মঙ্গোলীয়-দ্রাবিড়ীয় বা মঙ্গোলো-দ্রাবিড়িয়ান্‌স
6. সাইদো-দ্রাবিড় বা সাইদো-দ্রাবিড়িয়ান্‌স
7. টার্কো-ইরানীয় বা টার্কো-ইরানিয়ান্‌স

(2) দ্রাবিড়ীয় বা দ্রাবিড়িয়ান্‌স (Dravidians) : রাজস্থানের ভিল (Bhil), বস্তারের গন্ড (Gond), নীলগিরির টোড
(Toda), ওড়িশার জুং (Juang), ছোটনাগপুরের সাঁওতাল (Santhal) সম্প্রদায়ের মানুষ এই শ্রেণির অন্তর্গত। এরা
দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা প্রভৃতি রাজ্যে বসবাস করেন। কালো, ছোটোখাটো,
সুঠাম দৈহিক গঠন এই নৃতাত্ত্বিক জাতির বৈশিষ্ট্য।

(3) মঙ্গোলীয় বা মঙ্গোলয়েড্‌স (Mongoloids) : উত্তরাঞ্চলের ভোটিয়া (Bhotia), তরাই-এর থারু (Tharu), কুলু
ও লাহুল-এর কিনেট (Kinnet), সিকিমের লেপচা (Lepcha) সম্প্রদায়ের মানুষ আলোচ্য শ্রেণির অন্তর্গত। এরা
হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস করে। পশ্চিমে হিমাচল প্রদেশ থেকে পূর্বে অরুণাচল প্রদেশ ও সংলগ্ন এলাকা—এই
বিশাল ভৌগোলিক ক্ষেত্রের নানা জায়গায় এদের বসতি গড়ে উঠেছে। পীতাভ, বেঁটেখাটো গড়ন এদের দৈহিক বৈশিষ্ট্য।

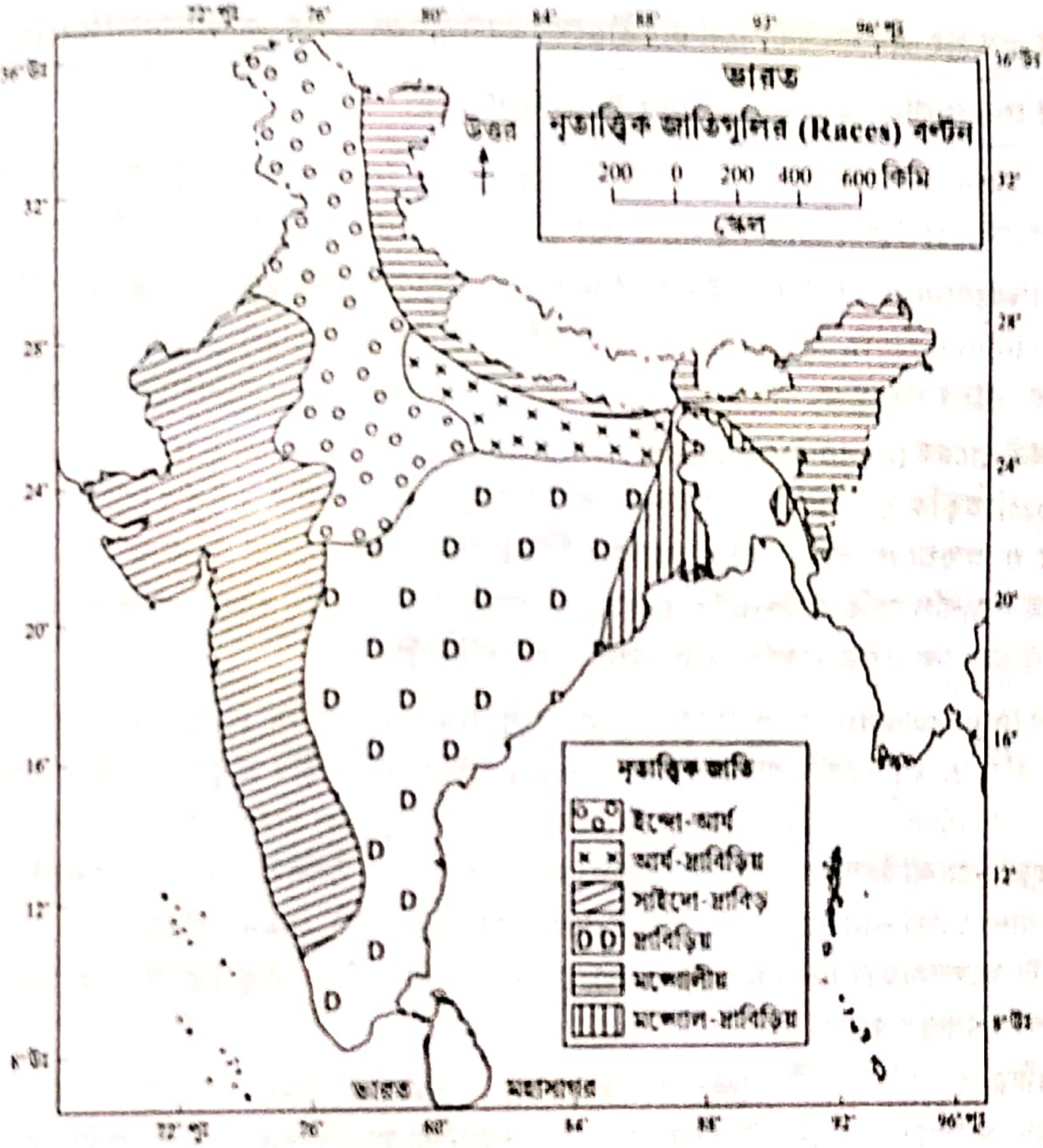
ভারত
নৃতাত্ত্বিক জাতিগুলির (Races) বণ্টন
200 0 200 400 600 কিমি
স্কেল
উত্তর
নৃতাত্ত্বিক জাতি
ইন্দো-আর্য
আর্য-দ্রাবিড়িয়
সাইদো-দ্রাবিড়
দ্রাবিড়িয়
মঙ্গোলীয়
মঙ্গোল-দ্রাবিড়িয়
ভারত মহাসাগর
72° পূ
76°
80°
84°
88°
92°
96° পূ
36° উঃ
32°
28°
24°
20°
16°
12°
8° উঃ

চিত্র : 4.8. - ভারতীয়দের নৃতাত্ত্বিক জাতিভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও বণ্টন

(4) **আর্য-দ্রাবিড়িয় বা এরিয়-দ্রাবিড়িয়ান্স (Aryo-Dravidians) :** রাজস্থান, পূর্ব পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের বিভিন্ন জায়গায় এই মিশ্র জাতির মানুষেরা বসবাস করে। নৃবিজ্ঞানীদের মতে তফশিলি জাতি ও নিম্নবর্ণের ব্রাহ্মণদের মধ্যে এদের প্রাধান্য রয়েছে। আর্য এবং দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষের মিলনের ফলে আলোচ্য জাতিগোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। এদের গায়ের রং বাদামি থেকে কালো, চেহারা ছোটোখাটো, মাথা লম্বাটে, নাকের অগ্রভাগ মাঝারি থেকে চওড়া এবং উচ্চতা মাঝারি।

(5) **মঙ্গোল-দ্রাবিড়ীয় বা মঙ্গোলো-দ্রাবিড়ীয়ান্স (Mongolo-Dravidians) :** পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশার ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ বর্ণের মানুষের মধ্যে এই জাতির প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। মোঙ্গল ও দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষের মিলন আলোচ্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের জন্ম দিয়েছে। এদের রং হাল্কা কালো থেকে কালো, মাথা ও মুখমণ্ডল সাধারণত গোলাকার, নাকের অগ্রভাগ মাঝারি, চুল কালো এবং গায়ে ও মুখে কালো চুলের প্রাধান্য আছে।

(6) **সাইদো-দ্রাবিড় বা সাইদো-দ্রাবিড়িয়ান্স (Seytho-Dravidians) :** মারাঠিরা সাইদো-দ্রাবিড়ীয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত। নৃবিজ্ঞানীদের মতে মধ্য এশিয়া থেকে আগত শক গোষ্ঠীর (Sakas) লোকেরা সাইদীয় জাতির (Seythians)। এদের সঙ্গে দ্রাবিড় গোষ্ঠীর মানুষের মিলনের ফলে সাইদো-দ্রাবিড়ীয় জনগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়েছে।

(7) **তুর্কি-ইরানীয় বা টার্কো-ইরানিয়ান্স (Turko-Iranias) :** এরা মূলত আফগানিস্তান, বালুচিস্তানের আদি বাসিন্দা। উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু জায়গায় এই নৃতাত্ত্বিক জাতির মানুষের দেখা পাওয়া যায়।

4.8.1.2. বি. এস. গুহ-এর মত অনুসারে ভারতীয়দের নৃতাত্ত্বিক জাতিগত শ্রেণিবিভাগ (Racial classification of the Indian people as per B. S. Guha) :

বি. এস. গুহ (1944) ভারতের জনগণকে ছয়টি নৃতাত্ত্বিক জাতি (race)-তে বিভক্ত করেছেন, যেমন—(1) নেগ্রি (2) প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, (3) মঙ্গোলীয়, (4) ভূমধ্যসাগরীয় বা মেডিটারেনিয়, (5) পশ্চিমা- ব্যাকিসেফালির, (6) নর্ডিক

(1) নেগ্রিটো (Negritoes) : এরা ভারতের আদি অধিবাসী। কেরলের কানিক্কর (Kanikkars), পানিয়ান (Paniyans), মুথিওয়ান (Muthiwans), উড়ালি (Uralis), ওয়াইনাদের ইরুলা (Irulas) প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ নেগ্রিটো সম্প্রদায়ের। এদের গায়ের রং কালো, চুল ঘন ও সাধারণত কোঁকড়া। এরা ছোটোখাটো চেহারার মানুষ।

(2) প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoids) : সাঁওতাল, মুন্ডা, ভিল, শবর, চেনচু (Chenchus), হোস (Hos), কুরু (Kurumbas) প্রভৃতি নৃতাত্ত্বিক জাতির মানুষ প্রোটো-অস্ট্রালয়েড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তরে লাদাখ থেকে দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকার বিভিন্ন স্থানে এই গোষ্ঠীর মানুষের সন্ধান পাওয়া যায়। এরা অধিকাংশই তপশিলি জাতি ও উপজাতি ভুক্ত মানুষ। এদের গায়ের রং ঘন বাদামি থেকে কালো, চুল কোঁকড়া, ঠোঁট পুরু এবং উচ্চতা স্বল্প থেকে মাঝারি। এরা সুঠাম দেহের অধিকারী।

(3) মঙ্গোলীয় (Mongoloids) : খাসি, গারো, ডাফলা, লালুং (Lalungs), চাকমা (Chakmas), কাছারি (Kacharis), মেচ (Mech), কুকি (Kuki), ত্রিপুরি বা টিপেরা (Tipperas) প্রভৃতি জনগোষ্ঠীর মানুষ মঙ্গোলীয় সম্প্রদায়ের মানুষ। অব-হিমালয়ের (Sub-Himalayan) বিভিন্ন এলাকায়, বিশেষত অরুণাচল প্রদেশ, অসম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর প্রভৃতি রাজ্যে এদের দেখতে পাওয়া যায়। জাতিগত (racial) বৈশিষ্ট্য অনুসারে মঙ্গোলীয় শ্রেণিকে দুই ভাগ করা যায়। যেমন—(i) প্যালিও-মঙ্গোলীয় (Paleo-Mongoloids), যেমন—চাকমা, কুকি, ডাফলা ইত্যাদি, এবং (ii) টিবেটো-মঙ্গোলীয় (Tibeto-Mongoloids), যেমন—গোর্খা, ভুটিয়া, থারু ইত্যাদি। এরা মূলত সিকিম, নেপাল, ভুটান অঞ্চলে বসবাস করে।

(4) ভূমধ্যসাগরীয় বা মেডিটারেনীয় (Mediterraneans) : পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং কেরলের অধিবাসীবৃন্দ জাতিগতভাবে মেডিটারেনীয় গোষ্ঠীর। নৃবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই গোষ্ঠীর মানুষের হাতেই সিন্ধু সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল। এদের গায়ের রং পরিষ্কার, চোখ বড়ো ও উচ্চতা মাঝারি।

(5) পশ্চিমা ব্র্যাকিসেফালীয় (Western Brachycephals) : এই জনগোষ্ঠীর মানুষ তিনটি উপশ্রেণিতে বিভক্ত, যেমন—(i) আল্পীয় (Alpinoid), (ii) ডিনারিক (Dinaric) এবং (iii) আর্মেনীয় (Armenoid)।

আল্পীয় উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত মানুষজনকে বেদ-পূর্ববর্তী আর্য (pre-Vedic Aryans) বলে অনেকে মনে করেন। মহারাষ্ট্র, গুজরাত, কর্ণাটক, কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ ও তামিলনাড়ুর অধিকাংশ মানুষ আলোচ্য উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত। এদের দৈহিক উচ্চতা মাঝারি। ডিনারিক উপশ্রেণির মানুষেরাও এই রাজ্যগুলিতে বসবাস করে। তবে এরা লম্বা এবং নাক, চোখ আল্পীয় উপশ্রেণির মানুষের তুলনায় অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। আর্মেনীয় উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত মানুষ, সংখ্যায় অল্প। গুজরাত ও মুম্বাই-এর পার্সি (Parsis)-রা আলোচ্য জনগোষ্ঠীর উদাহরণ।

(6) নর্ডিক (Nordics) : এরা বৈদিক যুগের আর্য (Vedic Aryans)। এদের চোখ নীল, চুল সোনালি, মুখমণ্ডল লম্বাটে, এবং সুঠাম ও সুন্দর। রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের উচ্চবর্ণের মানুষ, যেমন—ব্রাহ্মণ ও রাজপুতদের মধ্যে এই জনগোষ্ঠীর মানুষের প্রাধান্য রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু মানুষ এই গোষ্ঠীর।